দৈনিক ইনকিলাব 172

তারিখ 15 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকদের ভূমিকা

শিক্ষকগণ হচ্ছেন দেশ গড়ার কারিগর। তারা আদর্শ পেশাতে নিয়োজিত। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের যতটা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ততটা শিক্ষা দিচ্ছেন কি? আজ কোন শিক্ষক স্কুল-কলেজে পড়া না বুঝিয়েই বলে দেন আগামীকাল বাসা থেকে পড়া শিখে আসবে। কিন্তু এমনওতো হতে পারে সেসব শিক্ষার্থীদের পড়া শিখাবার মতো অর্থাৎ বুঝাবার মত বাসায় কেউ নেই বা নেই কোন প্রাইভেট মাস্টার। যার ফলে তাদের আর পড়া শিক্ষা হয় না। এভাবেই তাদের সময় মাসের পর মাস টিমে তালে অতিবাহিত হতে থাকে এবং শেষ মুহূর্তে যখন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তখন তারা চোখে অন্ধকার দেখে। তাই তারা বাধ্য হয়ে নকলের পথ বেছে নেয়। স্কুল-কলেজে যখন লেখাপড়া হয়ই না— তখন ছাত্র-ছাত্রীরা নকলের প্রবণতা ছাড়বেই বা কেন? এই অসদুপায় অবলম্বন-এর জন্য দায়ী কারা? অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষকরাই দায়ী। কথাটা পুরো সত্য না হলেও উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। কেননা তারা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই সঠিকভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে আসতেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা বেমালুম নকলের প্রশ্রয় বেছে নিতো না। অথচ তাদের আমরা আদর্শ শিক্ষক বলে জেনেই আসছি। আজ কোন কোন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ, জাল মার্কশীট, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়া, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারী অর্থ আত্মসাত করা, পরীক্ষার কেন্দ্র বদল করে দেওয়া এবং শিক্ষক পেশার মর্যাদার কথা ভুলে বিভিন্ন দুর্নীতিতে মগ্ন। এমনও প্রমাণ রয়েছে, পরীক্ষার হলে নকল করার জন্য নকল সরবরাহ করার অপরাধে শিক্ষককে বহিষ্কার হতে হয়েছে।

শিক্ষকদের অনেকের প্রাইভেট টিউশনির ব্যস্ততার জন্য অবসর নেই অজুহাতে স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা পরীক্ষার খাতা দেখিয়ে থাকেন বলে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। এক কথায় দুর্নীতি নামক সংক্রামক ব্যাধিটি আমাদের দেশের যে কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীসমূহ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এর সাথে জড়িয়ে আছে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের ভূমিকা। তারা দেশ জাতির কতবড় ক্ষতি করছে একবার ভেবে দেখেছেন কি? নিশ্চয়ই না। যদি ভেবেই থাকতেন তাহলে তারা বছরের পর বছর এমনটি করে যেতে পারতেন না। বর্তমানে অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনির প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন। ফলে তারা ক্লাসে পড়া বুঝাতে উৎসাহবোধ করেন না। কেননা ক্লাসে উৎসাহিতভাবে পড়া না শিখালে তাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ মাস গেলেই বেতন পাবেন। যার ফলে তারা প্রাইভেট টিউশনিতে উৎসাহবোধ করেন। এই প্রাইভেট টিউশনিতেও কোন কোন শিক্ষক কম স্বার্থবাদী নন। যদিও আয় বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া বর্তমান যুগে কোন অপরাধ নয় কিন্তু এভাবে যদি তার শিক্ষা না দিয়ে শুধু অর্থের মোহে ছুটে বেড়ান তাহলে জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। অথচ এই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেই আসবে আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। অতএব, শিক্ষকগণ যদি ছাত্র-ছাত্রীদের এভাবে অবহেলিতভাবে পড়ালেখা করাতে থাকেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি ভবিষ্যতে কল্যাণ কিছু আশা করতে পারে না।

—মোঃ আসাদুজ্জামান (কাজল)